নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

হাইকোর্ট বিভাগ

(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং- ৫২৬/ ১৯৯৭

আব্দুল কাইয়ূম

------ সাজাপ্রাপ্ত-আপিলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র

------ রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

------ সাজাপ্রাপ্ত-আপিলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকারী এ্যাটনী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

------ রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ২৬.০৭.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

জনাব এ, কে, মোহাম্মদ আলী, বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, ঢাকা কর্তৃক ময়মনসিংহ বিশেষ মোকদ্দমা নং- ৪০/১৯৯৩-এ আসামী-আপীলকারী আব্দুল কাইয়ুমকে দন্ডবিধির ৪০৯ ধারায় এবং দুর্নীতি দমন প্রতিরোধ, ১৯৪৭ আইনের ৫(২) ধারায় দোষী সাব্যস্থক্রমে ০৪(চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডের এবং ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ডের বিগত ইংরেজি ৩১.০৩.১৯৯৭ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীল।

সংক্ষেপে, প্রসিকিউশন পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, কাজের বিনিময়ে কর্মসূচীতে ঘাউড়া ইউনিয়ন এর ১৮ প্রকল্পের সর্বমোট ৯৪.৫০ মেট্রিক টন গম বরাদ্দ হলে প্রকল্পের চেয়ারম্যান, আসামী আব্দুল কাইয়ূম উক্ত গম উত্তোলন পূর্বক আত্মসাৎ করেছেন যার মূল্য ৫,৬৯,৮৩৫/- টাকা। উপরিল্লিখিত অভিযোগে এজাহার দায়েরের পর তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে আসামীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগ পত্র দাখিল করেন।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পরবর্তীতে বিজ্ঞ বিচারিক আদালত উক্ত একই ধারায় অভিযোগ গঠন করে আসামীকে পড়ে শুনালে তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবী করে আইনানুযায়ী বিচার প্রার্থনা করে। প্রসিকিউশন পক্ষ ৯ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য উপস্থাপন করেন। আসামীপক্ষ কোন সাক্ষী উপস্থাপন করেন নাই। বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, ঢাকা সাক্ষ্য সমাপনান্তে আসামীকে বর্ণিত দন্ডে দন্ডিত করেন। উক্ত রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীল। **আপীলকারীপক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত।** রাস্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট নুরউস সাদিক চৌধুরী বিস্তারিত ভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। প্রদর্শনী- ৮ দৃষ্টে এটি প্রতীয়মান যে, আসামী ৯৪.৫০ মেট্রিক টন গম উত্তোলন করেছিলেন। আসামী অঙ্গীকার করেছিলেন যে, গম উত্তোলনের সাথে সাথে থানা নির্বাহী অফিসার বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন কিন্তু তিনি তা প্রেরন করেননি। থানা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক পাঠানো প্রতিবেদন (প্রদর্শনী- ৩) মোতাবেক আসামী আব্দুল কাইয়ুম গম উত্তোলনের প্রতিবেদন থানা নির্বাহী অফিসার বরাবর পাঠান নাই। থানা নির্বাহী অফিসার P.W-6 হিসাবে তার জবানবন্দিতে আদালতে বলেন যে, তিনি ইউ,এন,ও সদর উপজেলা, ময়মনসিংহ থাকাকালীন আসামী আব্দুল কাইয়ূম কর্তৃক উত্তোলিত ৯৪.৫০ মেট্রিক টন গম উত্তোলনের প্রতিবেদন প্রদান না করায় তিনি দুর্নীতি দমন ব্যুরো বরাবরে অভিযোগ দাখিল করেন। সার্বিক পর্যালোচনায় এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, আসামী ঘাউড়া ইউনিয়নের ১৮ প্রকল্পের ৯৪.৫০ মেট্রিক টন গম যার তৎকালীন মূল্য ৫,৬৯,৮৬৫/- টাকা উত্তোলন পূর্বক আত্মসাৎ করেছেন প্রমানীত। প্রসিকিউশন পক্ষের সকল সাক্ষীগণ অত্র আসামীর বিরুদ্ধে বর্ণিত ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের রায়টি সঠিক এবং আইনানুগ হয়েছে। অতএব, আদেশ হয় যে, আপীলটি নামঞ্জুর করা হলো। বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, ঢাকা কর্তৃক ময়মনসিংহ বিশেষ মোকদ্দমা নং- ৪০/১৯৯৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ৩১.০৩.১৯৯৭ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হলো। অত্র রায় ও আদেশের কপি সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রাপ্তির ১(এক) মাসের মধ্যে আত্মসমর্পন পূর্বক বক্রী সাজা ভোগ করার জন্য আপীলকারীকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। অত্র রায়ের অনুলিপি সহ নথি অধঃস্তন আদালতে দ্রুত প্রেরণ করা হউক।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।